ফারুকে আযম رضی اللہ تعالٰی عنہ

এর ইশকে রাসূল صلی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلم

13-September-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।

(মু'জামু কবীর, ৩/৮২, নম্বর- ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه!, اُذْكُرُ اللّٰه!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর

নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহানশাহে বনি আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিজ নিজ অবস্থানে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়, সবাই হেদায়াতের আকাশের নক্ষত্র এবং **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অপরের উপর ফযীলত প্রাপ্ত এবং সকল সাহাবীদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদিন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم, এই খলিফাদের মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, পহেলা মুহাররম তাঁর শাহাদত দিবস। আসুন! এপ্রসঙ্গে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক **"ইশ্‌কে রাসূল"** সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

ফারুকে আযমের প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টি!

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: একবার **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিষন্ন অবস্থায় **তাঁর** মেহমান খানায় অবস্থান করছিলেন। আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামের নিকট এলাম এবং বললাম: **"রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আমার প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করো।" সে ফিরে এসে বললো: "আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আপনার কথা তো বলেছি, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উত্তর প্রদান করেননি।" কিছুক্ষণ পর আমি আবার বললাম: **"নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আমার উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করো।" সে গেলো এবং ফিরে এসে আবারো বললো: "আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উত্তর দেননি।" আমি কিছু না বলে

ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন গোলাম ডাক দিয়ে বললেন: "আপনি ভেতরে আসুন! অনুমতি পাওয়া গেছে।" সুতরাং আমি ভেতরে গিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম পেশ করলাম। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি চাটাইয়ে টেক লাগিয়ে বসা ছিলেন, যার চিহ্ন **তাঁর** বাহুতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিলো, অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনতুষ্টির জন্য আরয করলাম: "اَسْتَاْنِسُ يَا رَسُوْلَ الله অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে আনন্দ দিতে চাই। আমরা কোরাইশরা যখন মক্কা মুকাররমায় ছিলাম তখন নিজেদের স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য লাভ করতাম এবং এখানে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে আমরা এমন জাতির সাক্ষাত করলাম, যাদের উপর স্ত্রীরা প্রাধান্য লাভ করে।" একথা শুনে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন। অতঃপর আমি বললাম: **"ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি হাফসা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম: আপনি আপনার সাথীর (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) প্রতি কখনো ঈর্ষা করবেন না। কেননা, তিনি আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর এবং **শাহানশাহে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় সহধর্মিনী।" একথা শুনে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় মুচকি হেঁসে দিলেন। **(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৯১)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা দ্বারা অনুমান করুন যে, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর এটাও পছন্দ হতো না যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন কষ্ট বা বিষন্নতায় লিপ্ত থাকুক, তাইতো তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দ দিতে চাইলেন এবং অবশেষে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর উদ্দেশ্য সফলও হয়ে গেলেন আর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কথায় মুচকি হেঁসে দিলেন। একটু চিন্তা করুন তো! একদিকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই অবস্থা যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চিন্তিত দেখে উদাস হয়ে যেতেন এবং **তাঁর** মনোতুষ্টির জন্য বিভিন্ন চেষ্টা করতেন আর একদিকে আমরা যে, রাতদিন গুনাহে লিপ্ত থেকে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বাকে কষ্ট দিই কিন্তু আমাদের এর এতটুকু অনুভূতি হয়না। মনে

রাখবেন! এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আজও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উম্মতদের সকল অবস্থা দেখছেন। যেমনিভাবে-

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম, তোমরা আমার সাথে কথা বলো এবং আমি তোমাদের সাথে কথা বলি। আর আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম তোমাদের আমল আমার নিকট উপস্থাপন করা হবে, যখন আমি কোন কল্যাণ দেখবো, তখন **আল্লাহ তায়ালা** প্রশংসা করবো, আর যখন মন্দ কিছু দেখবো, তোমাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করবো।

(আল বাহরুল যুখারিল মা'রূফ বিমুসনাদিল বাযার, হাদীস নং-১৯২৫, ৫/৩০৮-৩০৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রত্যেক উম্মত এবং তাদের প্রত্যেক আমল সম্পর্কে অবগত। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি অন্ধকার বা আলো, গোপন বা প্রকাশ্য, বর্তমান বা অবর্তমান সকল বিষয়ই দেখে নেন। যার চোখে মা'যাগ এর সুরমা থাকে, **তাঁর** দৃষ্টি আমাদের স্বপ্ন ও ভাবনা থেকেও বেশি প্রখর, আমরা স্বপ্নে ও ভাবনায় সকল কিছুকেই দেখে নিই, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দৃষ্টি দিয়ে সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করে নেন। সুফীগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى) বলেন: এখানে আমল দ্বারা অন্তরের আমলও অন্তর্ভূক্ত, সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের অন্তরের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত। **(মিরাত, ১ম খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তিনি আমাদের নেক আমল দেখে আনন্দিত এবং মন্দ আমল দেখে ব্যথিতও হবেন। সুতরাং আমাদের উচিৎ, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অধিকহারে নেক আমল করা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বার প্রতি অধিকহারে দরূদ ও সালামের পুষ্পগুচ্ছ প্রেরণ করা, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা এবং অপরকেও শেখানো যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুশি হয়ে কিয়ামতের দিন **তাঁর** গুনাহগার উম্মতদের শাফায়াত করে জান্নাতে আমাদেরও **তাঁর** সাথে নিয়ে যায়।

ইয়া ইলাহী জব পড়ে মাহশার মে শোরে দার ও গীর,
আমন দেনে ওয়ালে পেয়ারে পেশওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী জব যবানেঁ বা'হার আয়ে পেয়াস সে,
সাহেবে কাউসার শাহে জুদ ও আতা কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী সরদ মেহরী পর হো জব খুরশিদে হাশর,
সায়্যিদে বে সায়া কে যিল্লে লিওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী গরমিয়ে মাহশার সে জব ভড়কে বদন,
দা'মনে মাহবুব কি ঠান্ডি হাওয়া কা সাথ হো।
ইয়া ইলাহী নামায়ে আ'মাল জব খুলনে লাগেঁ,
আয়ব পুশে খলক সাত্তারে খাতা কা সাথ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা, জা'নশিনে পায়গম্বর, হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কুনিয়ত অর্থাৎ উপনাম হলো **"আবু হাফ্স"** আর উপাধি **"ফারুকে আযম"**। এক বর্ণনায় রয়েছে; তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ৩৯ জন পুরুষের পর, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ায় নবুয়ত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বর্ষে ঈমান আনয়ন করেন, তাই তাঁকে "مُتَمِّمُ الْاَرْبَعِين অর্থাৎ ৪০ এর সংখ্যা পূর্ণকারী" বলা হয়। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলাম গ্রহণ করাতে মুসলমানরা সীমাহীন খুশি হয়েছিলো এবং তারা অনেক বড় একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেলেন, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে মিলে পবিত্র হেরেমে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলামী যুদ্ধে মুজাহিদের মতো শান নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল ঘনিষ্টজনদের মধ্যে **শাহে খাইরুল আনাম, রাসূলে আলী মকাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওজীর ও পরামর্শদাতা হিসেবে বিশ্বস্ত ও সাথী ছিলেন। প্রথম খলিফা, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর পরে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে খলিফা হিসেবে মনোনিত করেন, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ খেলাফতের মসনদে আরোহন করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যোগ্য উত্তরসূরীর সকল দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে পালন করেন।

অবশেষে ফজরের নামাযে এক দূর্ভাগা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে চাকু দ্বারা আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে তৃতীয়দিন শাহাদতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ৬৩ বছর। হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং অমূল্য রত্ন, ফয়যানে নবুয়তের ফয়েযপ্রাপ্ত, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রওযা মুবারকের ভেতরে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নূরানী পাশ মুবারকে সমাহিত হন, যিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পার্শ্ব মুবারকে আরাম করছেন। (আর রিয়াযুন নুদ্বরা ফি মানাকিবিল আশরাতি, ১ম খন্ড, ২৮৫, ৪০৮, ৪১৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ তায়ালার** রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

শাহাদত এ্যয় খোদা আত্তার কো দেয় দেয় মদীনে মে,
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াস্তা ফারুকে আময কা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান সন্ততি এবং ধন ও সম্পদের প্রতি ভালবাসা মানুষের স্বভাবতই হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনকে ভূলে তাদের ভালাবাসাকে অন্তর থেকে বের করেও দেয় তবু তার ঈমানে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না এবং তার ঈমান স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে বহাল থাকবে, কেননা এই লোকদের মানা, অন্তরে তাদের ভালবাসা রাখা, ঈমানের জন্য আবশ্যক নয় অথচ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা, **তাঁকে** সম্মান করা, **তাঁর** প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ঈমানের ঐ অংশ যা পৃথক করা যায় না। সুতরাং পরিপূর্ণ মুমিনের জন্য আবশ্যক যে, সকল আত্মীয় এবং জগতের সকল কিছুর চেয়ে বেশি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বাই প্রিয় হওয়া।

সকল কিছুর চেয়ে প্রিয়

বুখারী শরীফের ৬৬৩২ নং হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হিশাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আমরা **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে বসে ছিলাম। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাত **তাঁর** হাতে ধরে রেখেছিলেন। সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: "لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِي" অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া সকল কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়।" **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْکَ مِنْ نَفْسِکَ" না ওমর! ঐ **দয়ালু প্রতিপালকের**র শপথ! **যাঁর** কুদরতের অধীন আমার প্রাণ! (তোমার ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবেনা) যতক্ষন পর্যন্ত আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হবো না।" সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: "وَاللّٰہِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِي" অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।" একথা শুনে **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اَلْاٰنَ یَا عُمَرُ" অর্থাৎ হে ওমর! এবার (তোমার ভালবাসা পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।)"

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নুযুর, ৪র্থ খন্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৩২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আদেশ শুধুমাত্র সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্যই নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই, কেননা নবীর ভালবাসা হলো ঐ বিষয়, যা ছাড়া আমাদের ঈমান পরিপূর্ণই হতে পারে না। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی اَکُوْنَ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِنْ وَّالِدِہٖ وَوَلَدِہٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান সন্ততি এবং সকল লোকের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না।" **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু হুব্বির রাসূলে মিনাল ঈমান, হাদীস নং-১৫, ১/১৭)** নিশ্চয়! একজন মুসলমানের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এমনই ভালবাসা উচিৎ, কেননা এটাই তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

তুমহারে ইয়াদ কো কেয়সে না জিন্দেগী সমঝোঁ এহি তো এক সাহারা হে জিন্দেগী কেলিয়ে
মেরে তো আ'প হি সব কুছ হে রহমতে আলম মে জি রাহা হো যমানে মে আ'প হি কে লিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "মাদানী দাওরা"

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিজের অন্তরে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রেম ও ভালবাসার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নেকীর কাজে আরো উন্নতি সাধনে যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী দাওরা"**। যার মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরক ঘরে ঘরে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়। সাপ্তাহের যেকোন একদিন নির্দিষ্ট করে স্থান পরিবর্তন করে করে **'মাদানী দাওরা'**র মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করুন। কমপক্ষে ৭ জন ইসলামী বোন (যাতে কমপক্ষে একজন বেশি বয়সের অবশ্যই হওয়া চাই) নিজ যেলী হালকার আশেপাশে (পর্দা সহকারে) ঘরে ঘরে গিয়ে ৭২ মিনিট **'মাদানী দাওরা'** করুন। নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام বরং স্বয়ং **সৈয়্যদুল আম্বিয়া, আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী কাজের অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা (Benefits) রয়েছে, ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার সুন্নাতের উপর আমল হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইসলামী বোনদের সাথে সাক্ষাত ও সালামের সুন্নাত প্রসার হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে ইলমে দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতের মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে বেনামাযীদের নামাযী বানানোতে অনেক সাহায্য অর্জিত হয়। ✤ **'মাদানী দাওরা'**র বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের প্রসার ও সুনাম হয় সুতরাং আপনিও মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি। আসুন!

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

পর্দাহীনতা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো

টেকসালের (রাওয়াল পিন্ডি) এক ইসলামী বোন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নিত্য নতুন ফ্যাশন করা, গান বাজনা শুনা এবং বেপর্দার মতো গুনাহে গ্রেফতার ছিলো, তাছাড়া রাগ ও খিটখিটে স্বভাবের ছিলো। তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন কিছুটা এভাবে সাধিত হয় যে, একদিন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক ইসলামী বোন তাকে নেকীর দাওয়াত দিলো এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের মানসিকতা প্রদান করলো। তার মুখের এরূপ প্রভাব ছিলো যে, সে অস্বীকার করতে পারলো না এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পৌঁছে গেলো। তিলাওয়াত ও নাত শরীফের পর হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান খুবই মনমুগ্ধকর ও প্রভাবময় ছিলো। অতঃপর যিকিরুল্লাহর আওয়াজ এবং কেঁদে কেঁদে করা ভাব গাম্ভির্য্যপূর্ণ দোয়া তাকে খুবই প্রভাবিত করলো। ইজতিমায় হওয়া **আল্লাহ**র যিকিরে তার মনে খুবই প্রশান্তি লাভ হলো। সেদিন আর আজ! সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, সেই ইজতিমায় অংশগ্রহের পূর্বে مَعَاذَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বেপর্দার গুনাহে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার বরকতে সে মাদানী বোরকা সাজিয়ে নিলো এবং এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর উপর অটল রয়েছে। "যদি আপনারও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত অর্জিত হয়, তবে ইজতিমার শেষে মাদানী বাহার স্টলে লিখিতভাবে জমা করিয়ে দিন।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ইশ্‌কে রাসূলের কথা কি আর বলবো! যখন তাঁর **হুযুরে আকরাম**

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরন আসতো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ অস্থির হয়ে যেতেন এবং মাহবুবের বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করতেন।

তাঁর গোলাম হযরত সায়্যিদুনা আসলাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা করতেন তখন ইশ্‌কে রাসূলে ব্যাকুল হয়ে কান্না করতে থাকতেন এবং বলতেন: **"প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু, এতিমের জন্য পিতা স্বরূপ এবং মানুষের মধ্যে মনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি বাহাদুর ছিলেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা বিশিষ্ট, সুবাসিত সুগন্ধি সমৃদ্ধ এবং বংশীয় দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে **তাঁর** মতো আর কেউ নেই।"

(জামউল জাওয়ামে, ১০ম খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩)

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভালবাসাপূর্ণ ভক্তি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের আক্বা ও মাওলা, আমরা সবাই **তাঁর** নগন্য গোলাম এবং গোলাম যতই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে যাক না কেন কিন্তু মুনিবের ভালবাসা এবং **তাঁর** ভক্তি সর্বদা তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে **তাঁর** উপকার সমূহ কখনো ভূলে যায় না, প্রত্যেকের সামনে গর্বের সহিত তার মুনিবের প্রশংসা করে এবং **তাঁর** গোলাম হওয়াতে খুশি অনুভব করে। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُও একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল, নিশ্চিত জান্নাতি এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সাহাবীয়ে রাসূল ও তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাদিম ও গোলাম হওয়াতে গর্ববোধ করতেন।

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন: "كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ অর্থাৎ আমি **হুযুরে আকরাম, নূরে**

মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সহচর্য থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হয়েছি, ব্যস আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম এবং খাদিম ছিলাম।"

(মুস্তাদরিক হাকেম, কিতাবুল ইলম, ১ম খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৪৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর রাসূলের গোলামীর দাবী শুধু মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসলেই সত্যিকার গোলাম ছিলেন, সারা জীবন তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করে অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমরা রাসূলের গোলামীর দাবী করি এবং এমনভাবে দাবী করতে দেখা যায় যে,

জান ভি মে তো দেয় দোঁ খোদা কি কসম!
কোয়ী মাঙ্গে আগর মুস্তফা কে লিয়ে।

কিন্তু আমাদের আচার আচরন এর বিপরীত দেখা যায়। মনে রাখবেন! রাসূলের ভালবাসা শুধু এই বিষয়ের নাম নয় যে, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত এবং জুলুসে মিলাদে উচ্চ স্বরে হেলে দুলে নাত শরীফ পড়বে, হাত উঠিয়ে জোরে জোরে শ্লোগান দিবে অতঃপর সারা রাত জেগে থাকার পর ফজরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যাবে, সাধারণ দিনগুলোতেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমনকি জুমার নামাযও পড়বে না, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফ মুন্ডন করবে বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করবে, সুন্নাতকে ছেড়ে নিত্য নতুন ফ্যাশনের পোষাক পরিধান করবে, উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার পরিবর্তে অসৎ চরিত্র এবং অন্যান্য অপকর্মও ছাড়তে না পরলে তবে এমন ভালবাসা পরিপূর্ণ কিভাবে হবে? আসল ভালবাসা তো এই বিষয়ের দাবীদার যে, হক সমূহ আদায়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উচ্চ মানা, তা এভাবে যে, আমরা **তাঁর** নিয়ে আসা দ্বীনকে স্বীকার করা, **তাঁর** সম্মান ও আদব করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক বস্তু অর্থাৎ নিজ, নিজের সন্তান, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং নিজের ধন-সম্পদের চেয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়া। **(আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, কিতাবুল ঈমান, ১ম অধ্যায়, ৫০ পৃষ্ঠা)** এবং যে সকল কাজ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিষেধ করেছেন, তা থেকে বাঁচার চেষ্টাও করতে থাকা, যদি মানবীয় কারণে গুনাহ হয়েও যায় তবে **আল্লাহ তায়ালার** রহমতে

ক্ষমা পাওয়ার এবং কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত পাওয়ার আশা রেখে সত্যিকার তাওবা করা আর ভবিষ্যতে এই গুনাহের দিকে যাওয়ার খেয়ালও নিজের অন্তরে না রাখা। আসুন! এই বিষয়ে সত্য অন্তরে নিয়্যত করি যে, আজকের পর আমাদের কোন নামায কাযা হবে না اِنْ شَآءَ الله... বরং আজ পর্যন্ত যত নামায কাযা হয়েছে, তাওবা করে তা আদায়ও করবো اِنْ شَآءَ الله... মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ওয়াদা খেলাফী, ধোকাবাজি ইত্যাদি গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবো اِنْ شَآءَ الله... ফ্যাশনকে ছেড়ে সুন্নাতকে আপন করে নিবো اِنْ شَآءَ الله... সিনেমা নাটক এবং গান বাজনা ছেড়ে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল দেখবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পরিপূর্ণ ভালবাসার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এটাও যে, ভালবাসা পোষণ কারীর তার প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি জিনিষই প্রিয় হবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর রাসূলের ভালবাসার কথা কি আর বলবো! সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বাকেই ভালবাসতেন না বরং **তাঁর** সন্তান, বিবিগণ, সাহাবী বরং ঐ সকল বস্তু যার সাথে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক তৈরী হয়ে যেতো তাকেও খুবই ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করতেন আর এটাই সত্যিকার ভালবাসার চাহিদার অন্যতম। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পবিত্র জীবনের অসংখ্য ঘটনা এমন রয়েছে, যা দ্বারা এই সত্যিকার ভালবাসা ও প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হয়, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা শ্রবন করি।

আল্লাহ তায়ালা ৩০ পারার সূরা বালাদের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۱) وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ(۲)

(পারা ৩০, সূরা বালাদ, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমায় এ শহরের শপথ, যেহেতু হে **মাহবুব**! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুফাসসীরগণ এই বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে করীমায় **আল্লাহ তায়ালা** যে শহরের শপথ করছেন, তা হলো মক্কা মুকাররমা। এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুযুর রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক! আপনার ফযীলত **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এতই উচ্চ যে, আপনার মুবারক জীবনেরই **আল্লাহ তায়ালা** শপথ করছেন, অন্য কোন আম্বিয়ার নয় এবং আপনার মর্যাদা **তাঁর** নিকট এতই উচ্চ ও মহান যে, **তিনি** لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এর মাধ্যমে আপনার মুবারক পদধুলির শপথ উল্লেখ করছেন।"

(শরহে যুরকানি আলল মাওয়াহিব, ৮ম খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গেলো, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মক্কা মুকাররমাকে এই জন্য। ভালবাসতেন যে, তাঁর **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই শহরেই অবস্থান করছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনা মুনাওয়ারা زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا কেও এমনই ভালবাসেন, তাঁর মদীনা মুনাওয়ারার زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا প্রতি ভালবাসা এই বিষয় দ্বারাও প্রকাশ পায় যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا ওফাতের দোয়া করতেন। যেমনটি **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে এভাবে আরয করতেন: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অর্থাৎ **হে আল্লাহ!** আমাকে তোমার পথে শাহাদত এবং **তোমার মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শহরে মৃত্যু দান করো। **(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলির মদীনা, ১ম খন্ড, ৬২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯০)** এবং তাঁর এই উভয় দোয়াই কবুল হয়েছে। **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

শাহাদত এ্যয় খোদা আত্তার কো দেয় দেয় মদীনে মে
করম ফরমা ইলাহী! ওয়াসতা ফারুকে আযম কা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রাসূলের আনুগত্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি কেউ কাউকে ভালবাসার দাবী করে, তবে তাঁর মতো হোন, তাঁর আচরনকে আপন করে এবং তাঁর অনুসরনেই সারা জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে থাকে। আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইশ্কে রাসুলের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সকল ব্যাপারে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরনই করতেন। যেমনিভাবে-

বড় হয়ে যাওয়া জামার আস্তিন ছুরি দ্বারা কেটে নিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন নতুন জামা পরিধান করলেন তখন ছুরি আনালেন এবং বললেন: "হে বৎস! এর লম্বা আস্তিন ধরে টানো এবং যেখানে আমার আঙ্গুল রয়েছে এর সামনে থেকে কাপড় কেটে দাও।" সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: আমি তা কেটে তো দিলাম কিন্তু তা সোজ হলো না বরং উপরে নিচে হয়ে কাটলো। আমি আরয করলাম: "আব্বাজান! যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো তবে ভাল হতো।" ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: "বৎস! তা এভাবেই রেখে দাও, কেননা আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবেই কাটতে দেখেছি। তাই আমিও ছুরি দিয়ে আস্তিন কেটে দিলাম।" আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আস্তিন কাটার পর জামার অবস্থা এমন হলো যে, এর অনেক সুতা বের হয়ে তাঁর কদমে চুমু খেতে লাগলো।

(মুস্তাদরিক হাকেম, কিতাবুল লিবাস, ৫ম খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৯৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটু ভাবুন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মুবারক সত্ত্বায় **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেম এবং **তাঁর** সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা কিরূপ প্রবল ছিলো যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অনুসরনে তিনিও ছুরি দিয়ে জামার আস্তিন কেটে নিলেন কিন্তু তা সুন্দর হয়নি, তবুও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই অবস্থাই জামাটি পরিধান করাতে

কোন লজ্জা বোধ করেননি, এটি উচ্চ পাথেয় সুন্নাতে মুস্তফার অনুসরন ছিলো। অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা এবং এর উপর আমল করার অবস্থা এমন ছিলো যে, দুনিয়ার কোন আকর্ষন এবং অকৃতজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থার কোন অহেতুক **"রীতি"** তাদের কাছ থেকে সুন্নাত ছাড়াতে পারেনি।

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (যিনি সেখানকার মুসলমানদের সর্দার ছিলেন, একবার) খাবার খাচ্ছিলেন (তখন) তাঁর হাত থেকে গ্রাস পড়ে গেল। তিনি (তা) তুলে নিলেন ও পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। এটা দেখে গেঁয়ো লোকেরা একে অপরকে চোখের ইশারা করল, (কি আশ্চর্য কথা যে, পতিত গ্রাস তিনি খেয়ে নিলেন) কেউ তাঁকে বললেন: **আল্লাহ** আমীরের মঙ্গল করুক। হে আমাদের সর্দার! এসব গেঁয়ো লোক বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা করছে যে, আমীর সাহেব পতিত গ্রাস খেয়ে নিলেন, অথচ তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান রয়েছে।"

তিনি বললেন: "এ অনারবীদের কারণে আমি ঐ বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি না, যেটা আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে নির্দেশ দিতাম যে, গ্রাস পড়ে গেলে তখন সেটাকে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত, শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।"

(ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭৮)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! বিখ্যাত সাহাবী ও মুসলমানদের সর্দার সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অনারবীদের ইশারা করাকে সামান্যতম তোয়াক্কা করলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে সুন্নাতের উপর আমল অব্যাহত রাখলেন। আর আজ কিছু মূর্খ মুসলমান এমনই রয়েছে যে, "আধুনিক পরিবেশে" দাঁড়ি মুবারাকের ন্যায় মহান সুন্নাত পরিত্যাগ করাকে **আল্লাহর** পানাহ! "দূরদর্শিতা" মনে করে। সত্যিকারের দূরদর্শিতা তো এটাই যে, পরিবেশ হাজারো খারাপ হোক, বিরোধী ব্যক্তিদের জোর হোক, বদ্-মাযহাবের আধিক্য হোক, যাই হোক না কেন আপনি দাঁড়ি শরীফ, পাগড়ী শরীফ ও সুন্নাতে ভরা সাদা পোষাকে থাকুন। মানুষের

সংশোধনের জন্য ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুন্নাতের আলো একটি একটি করে জ্বলতে থাকবে, সত্যের উন্নতি হবে, শয়তান অপদস্ত হবে, চারিদিকে সুন্নাতের আলো চমকাবে। দুনিয়ার সম্পদের প্রত্যেক আশিক, **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিক হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের আলোতে আলোকিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদেরকে নেকীর কাজের দিকে পরিচালিত করছে, তেমনিভাবে সকল সরকারী, বেসরকারী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য **শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ** প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত করে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা দেয়া, এই মজলিশ কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সম্পর্ক তৈরি করে তাদেরকে **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়ে থাকে, তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদানী ইনআমাতের রিসালা চালু করা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠা করে তাদের দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। **আল্লাহ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল মজলিশকে উত্তোরত্তোর সাফল্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম দুনো জাহাঁ মে মাচ জায়ে ধুম,
ইস পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ! মেরী ঝোলী ভর দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভালবাসার চাহিদা এটা নয় যে, যাকে ভালবাসা হবে, শুধুমাত্র তার সত্ত্বাতেই হারিয়ে গিয়ে নিজের ভালবাসাকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে

বরং ভালবাসা পোষণকারী তো নিজের প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুকেই ভালবাসে, তার পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবকেও ভালবাসে।

হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে নিজের সন্তানের উপর প্রাধান্য দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, যখন খেলাফতে ফারুকীতে **আল্লাহ তায়ালা** সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان হাতে (কিসরার রাজধানী) মাদায়িন বিজয় দান করলেন এবং গনিমতের মাল মদীনা মুনাওয়ারায় এলো তখন আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মসজিদে নববীতে চাটাই বিছালেন এবং সমস্ত গনিমতের মাল এতে জমা করলেন। সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان মাল নেওয়ার জন্য জড়ো হয়ে গেলো। সর্ব প্রথম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়ালেন এবং বললেন: "হে আমিরুল মুমিনিন! **আল্লাহ তায়ালা** যা মুসলমানদেরকে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে আমার অংশ আমাকে দিয়ে দিন।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনার জন্য বড়ই মর্যাদা এবং সম্মান।" সাথেসাথেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক হাজার দিরহাম তাঁকে দিয়ে দেন। তিনি নিজের অংশ নিলেন এবং চলে গেলেন। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়ালেন এবং নিজের অংশ চাইলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনার জন্য বড়ই মর্যাদা এবং সম্মান রয়েছে।" সাথেসাথেই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক হাজার দিরহাম তাঁকেও দিয়ে দেন। এরপর তাঁর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়ালেন এবং নিজের অংশ চাইলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: তোমার জন্যও বড়ই মর্যাদা ও সম্মান। এবং সাথে তাঁকে পাঁচশত দিরহাম দিয়ে দেন। তিনি আরয করলেন: "হে আমিরুল মুমিনিন! আমি তখনও **হুযুরে পাকে** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে তলোয়ার নিয়ে **আল্লাহ তায়ালার** পথে যুদ্ধ করেছি যখন সায়্যিদুনা হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا অল্প বয়সি মাদানী মুন্না ছিলেন। এরপরও আপনি তাঁদের এক হাজার দিরহাম করে দিলেন আর আমাকে দিলেন পাঁচশত দিরহাম?" হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একথা শুনার সাথেসাথেই আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین এর ভালবাসার সাগরে ঢেউ খেলে গেলো এবং প্রেম ও ভালবাসা উদ্বেলিত হয়ে বললেন: জি হ্যাঁ অবশ্যই! (যদি

তুমি চাও যে, আমি তোমাকেও তাঁদের সমান অংশ দিই তবে) যাও প্রথমে তুমি হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর পিতার মতো পিতা, তাঁদের মায়ের মতো মা, তাঁদের নানার মতো নানা, তাঁদের নানির মতো নানি, তাঁদের চাচার মতো চাচা এবং তাঁদের মামাদের মতো মামা এনে দাও এবং তুমি তা কখনো আনতে পারবে না। কেননা "اَبُوْهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضٰى তাঁদের পিতা আলিউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ।" "اُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاء তাঁদের মা সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا।" "جَدُّهُمَا مُحَمَّدُنِ الْمُصْطَفٰى তাঁদের নানা **মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم, جَدَّتُهُمَا خَدِيْجَةُ الْكُبْرٰى তাঁদের নানি সায়্যিদা খাদিজাতুল কোবরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا। عَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ তাঁদের চাচা হযরত জাফর বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। خَالُهُمَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁদের মামা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহাজাদা হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ, خَالَتَاهُمَا رُقَيَّةُ وَاُمُّ كُلْثُوْمٍ اِبْنَتَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم এবং তাঁদের খালারা হলেন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কন্যারা সায়্যিদা রুকাইয়া এবং সায়্যিদা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا।" (রিয়াযুন নুদ্বারা, ১ম খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আপনারা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ন্যায় অন্যান্য সাহাবীয়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان দেরও ইশ্‌কে রাসূলের সুন্দর সুন্দর ঘটনাবলী পড়তে চান তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ২৭৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইশ্‌কে রাসূলের সুধা পান করানোর অনেক সুন্দর একটি কিতাব **"সাহাবায়ে কিরাম কা ইশ্‌কে রাসূল"** অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

অনুরূপভাবে ইশ্‌কে রাসূল ও ইশ্‌কে সাহাবা ও আহলে বাইতকে মনের মাঝে আরো বৃদ্ধি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা

সম্পৃক্ত থাকুন! اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নেক আমলের অমূল্য সম্পদ অর্জিত হবে, গুনাহকে ঘৃণা করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে মাদানী ফুল!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করি: (১) **আল্লাহ তায়ালা**র এই বিষয়টি পছন্দ যে, বান্দা প্রতিটি গ্রাস এবং প্রতিটি চুমুকে **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা আদায় করুক। (মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৯৩২) (২) তোমাদের উচিৎ, মুখকে যিকির দ্বারা এবং অন্তরকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা সতেজ রাখা। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ১/৪১৯, হাদীস নং-৫৯০) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। (শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব। (খাযায়িনুল ইরফান, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটিকা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক একটি মহান সৌভাগ্য। (শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাতে নেয়ামতের নিরাপত্তা রয়েছে। (শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা **আল্লাহ** ওয়ালাদের অভ্যাস। (শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতাকে ছেড়ে দেয়া। (শুকর কি ফাযায়িল, ১২ পৃষ্ঠা) ✯ নেয়ামত অর্জনে **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাতের বান্দা আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। (সীরাতুল জিনান, ৪/৪০৬) ✯ ইবাদত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ব্যতিত পরিপূর্ণ হয় না। (বায়যাবী, ১/৪৪৯, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ১৭২ নং আয়াতের পাদটিকা) ✯ হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান ওয়াসতি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামতকে স্মরন করাতে অন্তরে তাঁর ভালবাসা সৃষ্টি হয়। (তারিখে মদীনা ইবনে আসাকির, ৩৬/৩৩৪, হাদীস নং- ৪১৩৩) ✯ হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সংরক্ষন করে নাও। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৩৭৪, হাদীস নং- ৭৪৫৫) ✯ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মনের কৃতজ্ঞতা হলো যে, নেয়ামতের পাশাপাশি কল্যাণ ও নেকীর ইচ্ছা পোষন করা। ✯ মুখের কৃতজ্ঞতা হলো যে, এই নেয়ামতের

জন্য **আল্লাহ তায়ালা** হামদ ও সানা করা। ✯ অবশিষ্ট অঙ্গের কৃতজ্ঞতা হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র নেয়ামতকে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতে ব্যয় করা এবং এই নেয়ামতকে **আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্যতায় ব্যয় হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা। ✯ চোখের কৃতজ্ঞতা হলো যে, কোন মুসলমানের দোষ দেখলে, তা গোপন করা।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুস সবর ওয়াশ শুকর, ৪/১০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد